দর্শনায় মহিলাসহ ৪ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে মহিলাসহ ৪ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল শনিবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে থানা পুলিশের একটি দল বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় পুলিশ দীর্ঘদিন পলাতক থাকা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঝপাড়ার আলীর ছেলে হাফিজুল ইসলাম ওরফে হ্যাপি (৪০), দর্শনার আজমপুরের সুরুজ মিয়ার ছেলে সুমন মিয়া (৩৯), দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত মজিবর শাহের ছেলে শাহাবুদ্দিন বদ্দি (৩৯) এবং দর্শনা পরানপুর গ্রামের শরিফুল ইসলামের স্ত্রী ছালমা খাতুন (৩৯)।

গ্রেফতারের পর গতকালই তাদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ছাত্র বলাৎকারের অভিযোগে মাদ্রাসা শিক্ষক গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে একটি মাদ্রাসার আরবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে বোর্ডিংয়ে থাকা এক ছাত্রকে বলাৎকারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক নুর উদ্দিন (২৫)-কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার

বাসিন্দা সাহিদুর রহমান তার ১১ বছর বয়সী ছেলে জুবায়েরকে মুজিবনগর বাজার আইডিয়াল মাদ্রাসা ও দারুল হিফজখানার বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াশোনা করাচ্ছিলেন। ৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় এক সহপাঠীর অভিভাবকের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, মাদ্রাসার আরবি শিক্ষক নুর উদ্দিন তার ছেলেকে বিভিন্ন সময়ে গভীর রাতে কক্ষে নিয়ে গিয়ে একাধিকবার বলাৎকার করেছে।

খবর পেয়ে ভুক্তভোগীর বাবা দ্রুত মাদ্রাসায় এসে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা লক্ষ্য করেন। পরে ছেলের সাথে কথা বলে তিনি ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অবগত হন।

স্থানীয়দের মধ্যেও এ নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং আরও কয়েকজন ছাত্রের সাথে একই ধরনের ঘটনার অভিযোগ উঠেছে বলে আলোচনা হতে থাকে।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ক্ষুব্ধ জনতা মাদ্রাসা ঘেরাও করে। এ সময় খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে।

ঘটনার বিষয়ে ভুক্তভোগীর পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করছে। শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

দামুড়হুদায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

বিদেশে নেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে

চুয়াডাঙ্গার দৌলতদিয়ার দক্ষিণপাড়া এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে দামুড়হুদা মডেল থানায় পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার উত্তর চাঁদপুর (পশ্চিমপাড়া) গ্রামের হারুন অর রশিদ (৪৩) অভিযোগ করেন, তাকে কিরগিজস্তান দেশে নেওয়ার কথা বলে অভিযুক্ত একই গ্রামের আনছার আলী ও তার ছেলে মিলন হোসেন প্রায় ৫ লাখ ২০ হাজার টাকা গ্রহণ করে। পরে তাকে ভ্রমণ ভিসায় বিদেশে নিয়ে গিয়ে কোনো কাজের ব্যবস্থা না করে অবৈধভাবে সেখানে ফেলে রাখা হয়।

ভুক্তভোগী জানান, দীর্ঘদিন প্রবাসে মানবেতর জীবনযাপন শেষে পরিবারের পাঠানো আরও ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এতে তার পরিবার প্রায় ৮ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দেশে ফিরে অভিযুক্তদের কাছে টাকা ফেরত চাইলে তারা নানা টালবাহানা শুরু করে এবং একপর্যায়ে তাকে হুমকি-ধামকি দেয় বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা আদালতে মামলা দায়ের হলে আদালত আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। এরপর থেকে আসামি পলাতক ছিল।

পরবর্তীতে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে তাকে দৌলতদিয়ার শ্বশুরবাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গেই নয়, নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেও প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। একসময় তিনি ফায়ার সার্ভিসে চাকরি করলেও পরবর্তীতে তা ছেড়ে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে জড়িয়ে পড়েন বলে এলাকাবাসীর দাবি। এছাড়াও, অভিযুক্তরা এ ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে আরও একাধিক ব্যক্তিকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল এবং তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন জেলায় প্রতারণার একাধিক মামলা রয়েছে। তার নামে অন্তত তিনটি গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে, যা ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৫ সালে দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে জারি করা হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় বিভিন্ন মামলার ৮ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ৮ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভোর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের নুর আলমের ছেলে আপন তিন ভাই সাদ্দাম হোসেন (৩০), শহিদুল ইসলাম (৪০) ও সিরাজুল ইসলাম (৩৫); দর্শনা আকন্দবাড়িয়া নতুনপাড়ার মোজাম্মেল হক পচার ছেলে সাইফুল ইসলাম ফিল্টু (৩৫); তিতুদহ ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে হৃদয় (২৩); দর্শনা মোহাম্মদপুরের আবু বক্কারের ছেলে মনির (২৪); বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরি গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে আসমাউল ইসলাম (৩০); এবং আজমপুর গ্রামের মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে সুজন (২২)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ছিল। তাদের শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় ৫জন ওয়ারেন্টভুক্ত

আসামী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করেছে।

বৃহস্পতিবার ভোর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে, বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের আপন তিন ভাই নুর আলমের ছেলে সাদ্দাম হোসেন(৩০), শহিদুল ইসলাম(৪০), সিরাজুল ইসলাম(৩৫) ও দর্শনা আকন্দবাড়িয়া নতুন পাড়ার মোজাম্মেল হক পচার ছেলে সাইফুল ইসলাম ফিল্টু (৩৫), দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে হৃদয় (২৩)’কে নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, তাদের ৫ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ছিলো। গতকালই তাদের ৫ জনকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১৪ জন আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে চুরি, মাদকসহ বিভিন্ন মামলার ১৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে মাদক চুরির মামলাসহ ১৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এই অভিযানে ২ জন মাদক মামলার, ২ জন চুরি মামলার এবং পরোয়ানা ভুক্ত ১০জনসহ সর্বমোট ১৪ জন আসামীদের গ্রেফতার করে তাদের পূর্বক বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, সিআর মামলার আসামি আলমডাঙ্গা পৌর সভার মিয়া পাড়ার রাহেন আলির ছেলে রনি ইসলাম (২৮), জিআর মামলার আসামি আলমডাঙ্গা গোবিন্দপুর এক্সচেঞ্জ পাড়ার আজিবার রহমানের ছেলে মোঃ রেজাউল হক(৪৯), জিআর মামলার আসামি কালিদাসপুর গ্রামের সাদেক মালিকের ছেলে সাইফুল ইসলাম, স্টেশন পাড়ার মাহাবুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান মিজান, জিআর মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত সানোয়ার হোসেনের ছেলে জামিরুল ইসলাম, সিআর মামলার আসামি নতিডাঙ্গা আবাসন এলাকার আহাদ আলির ছেলে বিপুল হোসেন (২৭), এসসি মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকার উমবাদ আলির ছেলে খাইরুল ইসলাম, সিআর মামলার আসামি নতিডাঙ্গা আবাসন এলাকার শরিফুল ইসলামের মেয়ে মোছাঃ বিথী খাতুন(২১), সিআর মামলার আসামি আহাদ আলির স্ত্রী মোছাঃ বলিকচি (৪৫), সিআর মামলার আসামি বিপুল হোসেনের স্ত্রী মোছাঃ স্মৃতি খাতুন, জিআর মামলার আসামী কুষ্টিয়া মিরপুর স্বরূপকাঠির আব্দুর রশিদের ছেলে মোঃ আলাউদ্দিন আলাল(৫৩) এবং তার ছেলে মোঃ শাকিব(২৩) জিআর মামলার আসামী বাবু পড়ার মৃত মধু সরদারের ছেলে মোঃ তারেক সরদার(৩৬), জিআর মামলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ৩৬(১) সারণীর ২৯(ক) এর এজাহারনামীয় আসামী কান্তপুর গ্রামের রাতুল হাসান সোহাগ(২২)।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গতকাল রাত ১০ টার সময় আলমডাঙ্গা কিছুক্ষণ ক্যাফের সামনে সড়কের পাশ থেকে বাবু পড়ার মৃত মধু সরদারের ছেলে তারেক সরদার’কে ২০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা কান্তপুর গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে সজীব আহমেদ’কে গতকাল রাত ২টার সময় ১০০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার

সঙ্গে জড়িত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শীতর বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানার বিভিন্ন এলাকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন রুয়াকুলি গ্রামের বদরগঞ্জ মাঠে মো. লোকমানের কাঁঠাল বাগানের সামনে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের ওপর সমবেত হয়ে ডাকাতি প্রস্তুতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত মামলার দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আসাননগর গ্রামের আকমল হোসেনের ছেলে মো. খোরশেদ (৩০) এবং আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৬)।

বুধবার (১১ মার্চ) ভোর ৪টার দিকে আলমডাঙ্গা থানাধীন সাদাব্রীজ মোড় এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ ২৮/০৮/২০২৫ খ্রি., ধারা ৩৯৯/৪০২ পেনাল কোডে তাদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত রবিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে অভিযান চালিয়ে তুষার হোসেন (৩২) নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. জাহাঙ্গীর হোসেন মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ক্যাম্প এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধারে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন জেহালা পুকুরপাড় এলাকায় মো. শহিদুল ইসলামের ফার্নিচার দোকানের সামনে কাঁচা রাস্তা থেকে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় হাফিজুর রহমানের ছেলে মো. তুষার

হোসেনকে মাদকসহ গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামের বাসিন্দা তুষার হোসেন এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। তার কাছ থেকে ২৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) ধারার সারণির ২৯(ক) অনুযায়ী মামলা রুজু করে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে তেল পাম্প কর্মচারীদের পিটুনিতে যুবক নিহতের ঘটনায় গ্রেফতার-৩

ঝিনাইদহে তেল পাম্পে কর্মচারীদের পিটুনিতে যুবক নিরব হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। গত শনিবার রাতে নিহতের পিতা বাদী হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনায় আটক ৩ জনকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো-সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বারইখালী গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে,আড়ুয়াকান্দি গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে রবিজুল ইসলাম ও সুরাট ইউনিয়নের কাস্টসাগরা গ্রামের সাফিয়ার রহমানের ছেলে দাউদ হোসেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফীন জানান, যুবক নিহত হওয়ার শনিবার রাতেই নিহতের পিতা আলিমুর বিশ্বাস বাদী হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় আটককৃত ৩ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

উল্লেখ্য শনিবার রাতে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকার তাজ ফিলিং স্টেশনে বোতলে তেল কিনতে যান কালীগঞ্জ উপজেলার বাদুরগাছা গ্রামের যুবক নিরব হোসেন। এ সময় পাম্পের কর্মচারীরা তেল দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। যুবক নিরব হোসেন কিছুক্ষণ পরে আবারও তাজ ফিলিং স্টেশনে যান। এ সময় অন্য এক ব্যক্তিকে বোতলে তেল দিতে

দেখে প্রতিবাদ করেন ওই যুবক। এরপর পাম্পের কর্মচারীরা লাঠি দিয়ে নিরবকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত নিরব ঝিনাইদহ শহরের সরকারি বালক বিদ্যালয়ের পাশে ফাস্টফুডের ব্যবসা করত।

নিহত নিরব বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এ ঘটনার পর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আরাপপুরে একটি ফিলিং স্টেশন ভাংচুর ও রাতে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ৩ টি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। অপরদিকে বাসে আগুন দেওয়ার প্রতিবাদ রোববার সকালে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা। এতে বন্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের সকল প্রকার যানচলাচল। সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা। পরে বাসে আগুন দেওয়ার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের আশ্বাসে ২ ঘন্টা পর অবরোধ তুলে দেয় শ্রমিকরা।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৩০ (ত্রিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) প্রদীপ বিশ্বাস ঘোলদাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টায় অভিযান চালিয়ে বেলগাছি গ্রামের চাঁদ আলির ছেলে মো. জুয়েল রানাকে (৩০) তার বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে ৩০ (ত্রিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামি জুয়েল রানার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) ধারায় মামলা রুজু

□□□ □□□□□□